

বাংলাদেশ ইসলামিক ল' রিসার্চ এন্ড লিগ্যাল এইড সেন্টার
সেমিনার ও ইফতার মাহফিল
বিষয়ঃ রোযা তাকওয়া অর্জনের সর্বোত্তম পন্থা

৩০ আগস্ট ২০১০, বিকাল-৪.৩০, ইম্পেরিয়াল হোটেল ইন্টারন্যাশনাল, ঢাকা

- ড. মো: আবু ইউছুফ খান

রোযা ফারসী শব্দ এর আরবী সাওম অর্থ: বিরত থাকা। শরীয়তের পরিভাষায় সুবহে সাদিক থেকে সূর্যাস্ত পর্যন্ত নিয়ত করে পানাহার ও যৌনাচার থেকে বিরত থাকাকে 'সাওম' বলা হয়। সাওম তথা রোযা রাখার নিয়ম সর্বযুগেই প্রচলিত ছিল। হযরত আদম আ. থেকে শুরু করে শেষ নবী হযরত মুহাম্মদ স. পর্যন্ত নবী-রাসূলগণ সবাই সিয়াম পালন করেছেন। চারিত্রিক মহত্ত্ব, নৈতিক পরিচ্ছন্নতা, চিন্তার বিশুদ্ধতা, আত্মিকপবিত্রতা এবং মহান রাব্বুল আলামীনের নৈকট্য লাভের অন্যতম মাধ্যম হচ্ছে 'সাওম'। রহমত, রবকত ও মাগফিরাত দ্বারা আবৃত এ 'সাওম' কে আল-হ তাআলা মুসলিম উম্মাহর ওপর ফরয করেছেন। পবিত্র কুরআনে এসেছে: "হে-ঈমানদারগণ! তোমাদের উপর 'সিয়াম' ফরয করা হয়েছে যেমনিভাবে তোমাদের পূর্ববর্তীদের উপর ফরয করা হয়েছিল। যাতে তোমরা তাকওয়া অর্জন করতে সক্ষম হও"^২।

রমযান মাস সম্পর্কে আল-হ তাআলা বলেন: "রমযান মাস, এ মাসেই কুরআন নাযিল করা হয়েছে, যা মানব জাতির জন্য পুরো-পুরি হিদায়াত এবং সৎপথের স্পষ্ট নির্দেশন ও সত্যাসত্যের পার্থক্যকারী। সুতরাং তোমাদের মধ্যে যারা এ মাস পাবে তারা যেন এ মাসের সিয়াম পালন করে।"^৩

"ইসলাম পূর্ব যুগে ইহুদীদের দৃষ্টিতে রোযা ছিল বেদনা ও শোকের প্রতীক। পক্ষান্তরে ইসলামের দৃষ্টিতে রোযা এমন এক সর্বজনীন ইবাদত যা রোযাদারকে দান করে আত্মিক সজীবতা, হৃদয়ের পবিত্রতা ও চিন্তাধারার বিশুদ্ধতা। সিয়ামের মাধ্যমে ব্যক্তি লাভ করে দেহাত্মিক শক্তি, নতুন উদ্যম ও কুপ্রবৃত্তিকে মোকাবেলা করার আধ্যাত্মিক প্রেরণা। রোযার উপর মহান রাব্বুল আলামীন যে পুরস্কার ঘোষণা করেছেন তা এক মুহুর্তে মানুষকে করে তোলে তুলে তুষ্ট ত্যাগে উদ্বুদ্ধ এবং আত্মবিশ্বাসে বলীয়ান।

আল-হ তাআলা ইরশাদ করেন: "রোযা আমার জন্য আমি নিজেই এর পুরস্কার দান করবো।"^৪

রোযার প্রকৃত তাৎপর্য হচ্ছে তাকওয়া ও হৃদয়ের পবিত্রতা অর্জনের মাধ্যমে আল-হ তাআলার সন্তুষ্টি অর্জন করা।

তাকওয়া কী ?

তাকওয়া আরবী শব্দ। অর্থ বিরত থাকা, পরহেয করা। শরীয়তের পরিভাষায় তাকওয়া হচ্ছে একমাত্র আল-হ তাআলার ভয়ে যাবতীয় অন্যায় কাজ থেকে নিজেকে বিরত রাখা। সৎ গুণাবলীর মধ্যে তাকওয়া হচ্ছে অন্যতম। তাকওয়া হচ্ছে এক বিশেষ আত্মশক্তির নাম। এ শক্তি অর্জিত হওয়ার পর মানুষের হৃদয় মহান আল-হ তাআলার প্রতি আকৃষ্ট হয় এবং পাপাচারের প্রতি আকর্ষণ দিন দিন হ্রাস পেতে থাকে। সে পরকালীন জীবনের কল্যাণ ও উন্নতির কাজে নিজেকে সবসময় নিয়োজিত রাখে এবং শিরক, কবীরা গুনাহ, অশ-লীল কাজ-কর্ম ও কথাবার্তা থেকে বিরত থাকে। ফলে ব্যক্তির মধ্যে স্থান পায় সততা, আমানতদারী, ধৈর্য, শোকর, আদল-ইনসাফ, ক্ষমা, উদারতা, বিনয় ও সরলতা, দানশীলতা, বদান্যতা, সৃষ্টি সেবা, বীরত্ব ও সাহসিকতা, আত্মসংযম ও আত্মমর্যাদাবোধ, লজ্জাশীলতা ও অন্যের প্রতি ভাল ধারণা পোষণ করা ইত্যাদি মহত গুণে গুণান্বিত হয়ে একজন মোত্তাকীতে পরিণত হয়।

মুত্তাকীর পরিচয়

মুত্তাকীদের পরিচয় প্রসঙ্গে মহান স্রষ্টা আল-হ তাআলা বলেন: "যারা গায়েবের প্রতি ঈমান রাখে, সালাত আদায় করে এবং আমি তাদেরকে যে রিযিক দিয়েছি তা থেকে ব্যয় করে। আর যারা আপনার উপর যা নাযিল করা হয়েছে এবং আপনার আগে যা নাযিল করা হয়েছে তার প্রতি ঈমান রাখে, আর তারা আখেরাতের প্রতি ঈমান ও ইয়াকীন রাখে"^৫। এ আয়াতে আল-হ তাআলা পাঁচটি গুণের কথা আলোচনা করেছেন:

১. গায়েব বা অদৃশ্য যেমন: আল-হ ফিরিশতা, জান্নাত, জাহান্নাম, আখেরাত ইত্যাদি যা মানবীয় জ্ঞানে বোধগম্য নয়- এরূপ বিষয়ে ঈমান আনা
২. সালাত কায়েম করা: অর্থাৎ যথাযথ শর্তপালন করে ইখলাছ ও নিষ্ঠার সাথে নামায কায়েম করা।
৩. আল-হর পথে ব্যয় করা: অর্থাৎ আল-হ তাআলা প্রদত্ত জীবিকা ও ধন-সম্পদ থেকে তারই নির্দেশিত পথে ব্যয় করা।
৪. সর্বশেষ নবী হযরত মুহাম্মদ স.-এর প্রতি অবতীর্ণ কুরআন ও তার পূর্ববর্তী আসমানী ওহীর প্রতি ঈমান রাখা।
৫. পরকালের প্রতি দৃঢ় বিশ্বাস: অর্থাৎ মুত্তাকীগণ দুনিয়ার ক্ষণস্থায়ী জীবন এবং আখেরাতের চিরস্থায়ী জীবনের প্রতি বিশ্বাস রাখে।

রোযার মাধ্যমে তাকওয়া অর্জন

রোযা হচ্ছে তাকওয়া অর্জনের অন্যতম পন্থা। মহান রাব্বুল আলামীন রোযা ফরয করেছেন তাকওয়া অর্জন করার জন্য। তাকওয়া মানব চরিত্রের অন্যতম সম্পদ। ইহলৌকিক ও পারলৌকিক জীবনের কল্যাণের চাবিকাঠি হচ্ছে তাকওয়া। ব্যক্তিগত ও জাতীয় পর্যায়ে সুষ্ঠু ও

সুন্দর জীবন যাপনের চালিকা শক্তি হচ্ছে “তাকওয়া”। মানব জীবনে তাকওয়ার গুরুত্ব ও তাৎপর্য সম্পর্কে পবিত্র কুরআনে এসেছে: “হে ঈমানদারগণ! তোমরা আল-হকে যথার্থভাবে ভয় কর ৯”।

আল-হ তাআলা আরো বলেন: “নিশ্চয়ই আল-হ মুত্তাকীদের ভালবাসেন। ১০”

পবিত্র কুরআনে আরো এসেছে: “এবং তোমরা আল-হকে ভয় কর। আর মনে রেখ নিশ্চয়ই আল-হ মুত্তাকীদের সাথে আছেন। ১১”

অপর আয়াতে আল-হ বলেন: “মুত্তাকীগণ নিরাপদ স্থানে থাকবে। ১২”

মুত্তাকীগণ মহান রাক্বুল আলামীনের নিকট সম্মানিত! এ প্রসঙ্গে আল-হ তাআলা বলেন: “তোমাদের মধ্যে সেই ব্যক্তি আল-হর নিকট অধিক সম্মানিত যে তোমাদের মধ্যে অধিক মুত্তাকী। ১৩”

রোযার মাধ্যমে তাকওয়ার গুণ অর্জিত হয় বিধায় ইসলাম রোযার বাহ্যিক বিধি-বিধানের প্রতি গুরুত্ব আরোপ করার পাশা-পাশি এটি যেন অস্ফুসার শূন্য আনুষ্ঠানিকতায় পরিণত না হয় এবং তা যেন একমাত্র আল-হ তাআলার সন্দুষ্টির উদ্দেশ্যেই পালন করা হয়; এজন্য রসূলুল-হ স. রোযার সাথে বিশেষভাবে ঈমান ও ইহতিসাব প্রসঙ্গ উলে-খ করেছেন। “যে ব্যক্তি ঈমানসহ সওয়াবের আশায় রমযানের রোযা রাখবে তার অতীতের সমস্ত গুনাহ মাফ করে দেয়া হবে। ১৪”

যে রোযায় তাকওয়া তথা আল-হর ভয় নেই সে রোযা প্রকৃত অর্থে কোন রোযাই নয়। আল-হ তাআলার নিকট এরূপ রোযার কোন গুরুত্ব নেই। হাদীসে এসেছে: হযরত আবু হুরাইরা রা. থেকে বর্ণিত। রসূলুল-হ স. বলেছেন, যে ব্যক্তি মিথ্যা বলা ও তদানুযায়ী আমল করা বর্জন করেনি তার এ পানাহার পরিত্যাগে আল-হর কোন প্রয়োজন নেই।

রোযার উপকারিতা

হযরত আবদুল-হ ইবনে আমর রা. থেকে বর্ণিত। রসূলুল-হ স. বলেছেন, রোযা এবং পবিত্র কুরআন বান্দার জন্য সুপারিশ করবে। রোযা বলবে-হে আমার রব! আমি তাকে দিনের বেলায় পানাহার ও যৌনক্রিয়া থেকে বিরত রেখেছি। তার ব্যাপারে আমার সুপারিশ কবুল করুন। কুরআন বলবে, আমি তাকে রাতে নিদ্রা থেকে বিরত রেখেছি। তার সম্পর্কে আমার সুপারিশ কবুল করুন। তখন এদের সুপারিশ কবুল করা হবে। রোযার গুরুত্বপূর্ণ উপকারিতা নিম্নরূপ:

১. মানুষের পাশবিক শক্তি অবদমিত হয় এবং আত্মিক মানসিক শক্তি বৃদ্ধি পায়। কেননা ক্ষুধা ও পিপাসার কারণে মানুষের জৈবিক ও পাশবিক ইচ্ছা হ্রাস পায়। এতে মনুষ্যত্ব জাগ্রত হয় এবং মহান রবের প্রতি কৃতজ্ঞতায় অস্ফুস বিগলিত হয়।
২. অস্ফুসের আল-হ তাআলার ভয়-ভীতি ও তাকওয়ার গুণ সৃষ্টি হয়।
৩. স্বভাবে নম্রতা ও বিনয় সৃষ্টি হয় এবং অস্ফুসের আল-হর বড়ত্ব ও মহানত্বের ধারণা জাগ্রত হয়।
৪. দূরদর্শিতা বৃদ্ধি পায়। সৃষ্টির গুঢ় রহস্য সম্বন্ধে অবগত হতে সক্ষম হয়।
৫. মানুষের মাঝে ভ্রাতৃত্ব ও মমত্ববোধ এবং পারস্পরিক সদ্ভাব সৃষ্টি হয়।
৬. রোযা মানুষকে শয়তানের আক্রমণ থেকে রক্ষা করে। কেননা রোযা মানুষের গোনাহ থেকে আত্মরক্ষার্থে ঢালস্বরূপ।
৭. শারীরিক সুস্থতার জন্য রোযা নিয়ামক শক্তি। স্বাস্থ্য বিজ্ঞানীদের মতে, প্রত্যেক মানুষের জন্য বছরে কয়েক দিন রোযা থাকা আবশ্যিক।

চিকিৎসা বিজ্ঞানীদের মতে স্বল্প খাদ্যগ্রহণ স্বাস্থ্যের জন্য খুবই উপকারী। রোযা দেহের রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা বৃদ্ধি করে। এছাড়াও রোযার বহুবিধ উপকারিতা রয়েছে।

পরিশেষে বলা যায় যে, ব্যক্তিগত, পারিবারিক, রাষ্ট্রীয় এবং জাতীয় ও আন্তর্জাতিক জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে তাকওয়ার গুরুত্ব ও প্রয়োজনীয়তা খুবই বেশি। এ তাকওয়া অর্জনের সর্বোত্তম পন্থা হচ্ছে রোযা। মানুষের মধ্যে যতদিন না তাকওয়া সৃষ্টি হবে, ততদিন মানব জাতির সামগ্রিক কল্যাণ ও উন্নতি আশা করা যায় না। এক কথায় বলা যায়: “তাকওয়া” হলো মানুষের দুনিয়া ও আখিরাতের জীবনের মুক্তি ও নাজাতের মূল চাবিকাঠি। এ চাবিকাঠি অর্জনের জন্য প্রয়োজন ঈমান ও ইহতিসাবের সাথে রোযা রাখা। আল-হ তাআলা আমাদেরকে সঠিক নিয়মে রোযা রেখে তাকওয়া অর্জন করার তাওফীক দিন, আমীন।

তথ্য সূত্র:

১. শামী -২য় খন্ড পৃ. ৯২
২. সূরা আল-বাকারা-২:১৮৩
৩. সূরা আল-বাকারা-২:১৮৫
৪. হাদীসে কুদসী
৫. সূরা আল-বাকারা-২:৩-৪

৬. সূরা আলে- ইমরান-৩:১০২

৭. সূরা আত-তাওবা ৯:৪

৮. সূরা আল-বাকারা-২:১৯৪

৯. সূরা আদ-দুখান-৪৪:৫১

১০. সূরা আল হুজরাত-৪৯:১৩

১১. বুখারী, কিতাবুস সাওম